লালনের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় গাংনীর মোমিনুল নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি কুষ্টিয়ায় লালন শাহের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে কুষ্টিয়ায় লালন শাহের মাজারের সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোমিনুল ইসলাম রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লিয়াকত আলির ছেলে।

মোমিনুল ইসলামের স্ত্রী রূপা খাতুন জানান, গতকাল শুক্রবার বিকেলে গ্রামের বেশ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে লালনের তিরোধান অনুষ্ঠানে যায় মোমিনুল। অনেক ঘোরাঘুরি করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে ট্রেনলাইনের পাশে অবস্থান নেয়। এ সময় একটি ট্রেন চলে আসলে মোমিনুল ও তার বন্ধুরা দ্রুত সরে আসতে গিয়ে ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে মোমিনুলের মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মোমিনুলের।

কুষ্টিয়া থানা পুলিশ মোমিনুলের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেখান থেকে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয় এবং তা গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

মোমিনুলের মৃত্যুর খবর জানার পর থেকে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

মোমিনুলের মা মেমিনা খাতুন জানান, আমার ছেলে মোমিনুল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লালনের মাজারে অনুষ্ঠানে যাবার কথা বলে শুক্রবার বিকেল তিনটার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়। মধ্যরাতে মোবাইলে জানতে পারি, আমার ছেলে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছে।

মোমিনুল এক সন্তানের জনক। তার খালা নূরনিহার জানান, খুবই দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে সংসার চালাতো। তার একটি শিশু সন্তান রয়েছে।

মোমিনুলের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে লাশ দেখতে ভিড় করেন শত শত মানুষ।

মেহেরপুরে জেলার সেরা গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় এবারের গড় পাসের হার ৪১%। যা বিগত বছর গুলোর তুলনায় অনেক কম। একই সঙ্গে কমেছে জিপিএ ৫ প্রাপ্তর সংখ্যাও। মেহেরপুরের দুটি সরকারি কলেজ ও পৌর কলেজের ফলাফলও তুলনামূলক খারাপ হয়েছে।

এইচএসসি (জেনারেল) শাখায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ বছর মোট ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩১৮ জন। পাসের হার ৫৮%। মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মোট ৭৩১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৪৬৪ জন। পাসের হার ৬১.২%। মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৩২২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান নাম মেহেরপুর পৌর কলেজ) এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩৯৭ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ১৮১ জন। গড় পাসের হার ৪৬%। যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭১ জন, এর মধ্যে পাস করেছে ৯ জন। পাসের হার ১৩%। এ আরবি কলেজ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭২ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%।

গাংনী উপজেলায় সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০৩ জন, পাস করেছে ৯৭ জন, গড় পাসের হার ৯৪%, যা মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ গড় পাসের হার। গাংনী সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩১৫ জন, পাস করেছে ১৯৪ জন, গড় পাসের হার ৪৭%। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫৯ জন, পাস করেছে ১২৬ জন, গড় পাসের হার ৪৯%। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭২ জন, পাস করেছে ৫৯ জন, গড় পাসের হার ৫২%। মড়কা জাগরণ কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩ জন, পাস করেছে ১ জন, গড় পাসের হার ৩৩%। বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ (বর্তমান

তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজ) থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১০২ জন, পাস করেছে ৪১ জন, গড় পাসের হার ৪০%। বামুন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০৮ জন, পাস করেছে ৫০ জন, গড় পাসের হার ২৪%। করমদি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯৪ জন, পাস করেছে ৪৬ জন, গড় পাসের হার ৩১%। গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৪৯ জন, পাস করেছে ৭২ জন, গড় পাসের হার ৪৮%। কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৬ জন, পাস করেছে ১০ জন, গড় পাসের হার ৬২%। বিএন কলেজ থেকে ১৬ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় মুজিবনগর সরকারি কলেজে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৩২২ জন, পাস করেছে ১৩২ জন, গড় পাসের হার ৪১%। মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১০ জন এবং গড় পাসের হার ১৫%। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৭ জন, পাসের হার ৩৭%।

এইচএসসি পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলায় গড় পাসের হারে গাংনীর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ শীর্ষস্থান দখল করেছে।

এইচএসসি বিএম শাখায় মেহেরপুর সদরে মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৮ জন, পাস করেছে ২৭ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। মেহেরপুর সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ১৯ জন, গড় পাসের হার ৮৬%। গাংনী উপজেলায় গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৭৩ জন, পাস করেছে ২৬ জন, গড় পাসের হার ৩৬%। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৮১ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৩০%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭ জন, পাস করেছে ৬ জন, গড় পাসের হার ৩৫%। তেরাইল ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬৩ জন, পাস করেছে ৩০ জন, পাসের হার ৪৮%। গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৪১ জন, পাস করেছে ৯ জন, গড় পাসের হার ২২%। ধানখোলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৬ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৩১%। মুজিবনগর উপজেলায় আন-নূর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৬০ জন, পাস করেছে ৩৫ জন, গড় পাসের হার ৫৮%।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২০ জন, পাস করেছে ১৭ জন, গড় পাসের হার ৮৫%। মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা থেকে ৪১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৩৪ জন, গড় পাসের হার ৮৩%। মানিকনগর ডিএস মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২১ জন, পাস করেছে ১৫ জন, গড় পাসের হার ৭১%। মানিকদিয়া এগারপাড়া মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৮ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৯%। হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৯ জন, পাস করেছে ১৬ জন, গড় পাসের হার ৮৪%। গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৫ জন, পাস করেছে ২৪ জন, গড় পাসের হার ৯৬%।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৭৮ জন, পাস করেছে ৭৮ জন, গড় পাসের হার ৫৯% এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১৫ জন, পাস করেছে ৫ জন, গড় পাসের হার ৫০%।

গাংনী শহরে ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

গাংনী পৌর বিএনপি’র ৯ নং ওয়ার্ড শাখার কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এশার নামাজের পর ৯ নং ওয়ার্ডের থানাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ফজলুল হকের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি ও গাংনী

মহিলা ডিগ্রি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নাসিরুদ্দিন। পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, সাবেক সাবেক কাউন্সিলর নাসিরুদ্দিন, ১নং ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল গনি। সাবেক ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বাবু সরকার, সাবেক ছাত্রনেতা সুজন কবির, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, সাদ আলী ও সাবেক ছাত্রনেতা ফারুক হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা আবুল কালাম আজাদ৷ কৃষক দলের আব্দুল গাফফার সহ স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতায় সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি আপনাদের দল, জনগনের দল এই দলকে ক্ষমতায় আনতে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের জনগন কে সাথে নিয়ে ভালো কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি বিএনপি’র নবগঠিত কমিটির সমালোচনা করে বলেন, ওয়ার্ডে যে কমিটি হয়েছে সেখানে বিএনপি’র ত্যাগী নেতাকর্মীদের জায়গা হয়নি নুতন কমিটিতে। নুতন কমিটি করেছে আওয়ামীলীগ ও অন্যান্য দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে। তিনি জানান কমিটি গঠনের পর আবার পরিচিত সভা করার প্রয়োজন কেন? কারণ তিনি বলেন, কমিটিতে দলের নেতাকর্মীদের জায়গা দেননি বলেই পরিচিতি সভা করা লাগছে। তিনি সকলকে সাথে নিয়ে ধানের শীষের প্রতীকের উপর আস্থা রাখবেন। আমার উপর আস্থা রাখবেন। আমি আপনাদের কে সাথে নিয়ে অতীতে যেমন দলের জন্য কাজ করেছি ভবিষ্যতে ও আপনাদেরকে সাথে নিয়ে দলের পক্ষে কাজ করবো ও ধানের শীষের প্রতীকে বিজয়ী করবো।

তিনি একটি দলের নাম উল্লেখ না করে বলেন, কারো কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। কেউ আপনাদের জান্নাতের টিকিট দিতে পারবে না। মসজিদ সহ ধর্মীয় জায়গায় প্রোগাম না করে স্কুল, কলেজ সহ অন্য জায়গায় প্রোগাম করবেন। তিনি দলের নেতাকর্মীদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

গাংনীতে মহিলা জামায়াত

নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মানিকদিয়া বড় মসজিদপাড়া এলাকায় মহিলা জামায়াত নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতার অনুসারীদের বিরুদ্ধে।

গতকাল বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে দাওয়াতি কার্যক্রম চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। এতে মহিলা জামায়াতের দুই সদস্যা আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে মহিলা জামায়াতের কয়েকজন নেত্রী এলাকায় দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান (আসাদুল ইসলামের ছেলে) ও আমতৈল গ্রামের মৃত সাত্তারের ছেলে বিল চান্দ তাদের ওপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হাতে থাকা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করেন। এতে হালিমা খাতুন ও জাহিরুন্নেছা নামে দুইজন মহিলা জামায়াত নেত্রী আহত হন। আহতদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আহত হালিমা খাতুন জানান, “আজ আমাকে আঘাত করা হয়েছে, তবে দুই দিন আগেও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি নিজে আমাকে গালিগালাজ করে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। তিনি আমাদের দাওয়াতি কাজ বন্ধেরও নির্দেশ দেন।”

ঘটনার সময় উপস্থিত ইউনিয়ন জামায়াতের তদারককারী রমেলা খাতুন বলেন, “আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দুই মোটরসাইকেল আরোহী এসে আমাদের গালিগালাজ শুরু করে এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করে। এতে আমাদের দুইজন সদস্যা আহত হয়।”

অভিযোগের বিষয়ে ষোলটাকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান মনি বলেন, “ঘটনার বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। এলাকায় গোলমাল হয়েছে শুনে সেখানে গিয়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। কেউ আমার নাম ব্যবহার করে কিছু করলে আমার করার কিছু নেই। পরে আমি মহিলা নেত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং যারা এ কাজ করেছে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “খবর

পাওয়ার পর হেমায়েতপুর ক্যাম্পের ইনচার্জকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস পালিত

“হাতধোয়ার নায়ক হোন” প্রতিপাদ্য নিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস পালন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও গাংনী পৌরসভার যৌথ আয়োজনে র্যালি, আলোচনা সভা ও হাতধোয়ার কৌশল শেখানো হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও গাংনী পৌরসভার প্রশাসক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

এ সময় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ানুর
(৫) নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইয়ানুর চরগোয়ালগ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১১টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ার মতি হাজীর পুকুরের পাশে খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে শিশু ইয়ানুর মারা যায়।

স্থানীয়রা জানায়, চরগোয়ালগ্রামের ভ্যানচালক জিয়ারুল ইসলাম বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়ায় ছিল। প্রতিদিনের মতো শিশু ইয়ানুর দুপুরে খেলতে বের হয়েছিল। খেলার একপর্যায়ে মতি হাজীর পুকুরে পড়ে যায়৷ অনেক খোঁজাখুঁজির পর ইয়ানুরকে দেখতে না পেয়ে তার মা পুকুর পাড়ে গিয়ে শিশুটিকে ভাসতে দেখে।

পরে স্থানীয়রা শিশু ইয়ানুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য বাংলা ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বাণী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে ট্রাকের চাকায় পৃষ্ট হয়ে একজন নিহত

মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কে ট্রাকের চাকায় পৃষ্ট হয়ে মকলেছুর রহমান নামের এক জমি পরিমাপ আমিন নিহত হয়েছেন। নিহত মকলেছুর রহমান গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আব্দুর রহমান কারিগরের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ২ টার সময় গাংনী-কাথুলি সড়কের এবাদতখানার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত মকলেছুর রহমান গাংনী থেকে মোটরসাইকেলযোগে সাহারবাটি ফিরছিলেন। এবাদতখানার কাছে পৌছানো মাত্র পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা মারে। এতে তিনি ট্রাকের নিচে পড়েন। এসময় ট্রাক তাকে টেনে হিঁচড়ে বেশ কিছু দুর নিয়ে আসে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। এদিকে ঘাতক ট্রাকের চালক পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক

মেহেরপুরের গাংনীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছে একটি প্রভাবশালী মহল। উপজেলার গোপালনগর গ্রামের লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয় সড়কের পাশে সাবেক কাস্টম অফিসার আতাউল হকের পুকুর থেকে দিনে এবং রাতে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করে একটি ফসলি জমিতে জমা করে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ভারী ড্রাম ট্রাকে বালি বহন করে নিয়ে যাওয়ার ফলে সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় অপরাধীরা শক্ত সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।স্থানীয় নুরুল ইসলামের সহোযোগিতায় গাড়াডোব গ্রামের প্রভাবশালী রহিম সেখানে কিছু পেটোয়া বাহিনী দিয়ে অবৈধভাবে এ কা র্যক্রম চালাচ্ছে।

এলাকাবাসীরা জানায়, ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন করে জমা করে রাখা হয়েছে। এখন সেগুলো ভারী গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যার ফলে সড়কটি মারাত্মকভাবে ভেঙে গেছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দিলেও তারা নীরব রয়েছেন। প্রশাসন থেকেও কোন ধরণের প্রতিকার পাচ্ছে না তারা।

নওশাদ আলী নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, বালু উত্তোলনের ফলে আশপাশের ফসলি জমি ও বসত বাড়ি হুমকির মুখে পড়েছে। উত্তোলনকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ কিছু বলছে না।

আসাদুল ইসলাম নামের আরেকজন কৃষক জানান, আমার জমির কিছুটা দূরেই এই বালু তোলার কাজ হয়েছে এখন আমার জমিটাও ভাঙ্গনের মুখে। যারা বালু তুলছে তারা ক্ষমতাবান হওয়ায় আমরা প্রতিবাদ করতে পারিনি।

সেজন্য প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি তবে এখনো কোনো কাজ হয়নি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বালু উত্তোলনকারীরা কথা বলতে রাজি হননি।

গাংনীর এলজিইডি প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, শুনেছি সড়কটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে বিষয়ে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, স্থা নীয়দের লিখিত অভিযোগ পেয়েছি ভূমিকর্মকর্তাকে সেখানে পাঠানো হবে ।

গাংনী প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ডা. আলাউদ্দিন গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগদানের পর থেকে গোপনে সরকারি বরাদ্দকৃত ঔষধ ও বিভিন্ন ভ্যাকসিন খামারিদের নিকট থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা করে নিয়ে এই ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ভেটেরিনারি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন খামারে গরুর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৩৬৫টি, খাসি ছাগলের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৮৬৯টি, ছোট ছাগলের সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭০টি, ভেড়ার সংখ্যা ২ হাজার ৯১৭টি এবং মহিষের সংখ্যা ৬৫২টি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে

সরকারিভাবে লাম্পি স্কিন (এলএসডি) রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার গরুর মৃত্যু হচ্ছে।

ভাইরাসজনিত এই রোগে আক্রান্তের মধ্যে ছোট বাছুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ায় গরু-বাছুর নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন খামারিসহ এলাকার হাজার হাজার কৃষক।

সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন না পেয়ে অনেক খামারী অতিরিক্ত দামে বাইরে থেকে ভ্যাকসিন ক্রয় করে গরুকে দিচ্ছেন। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ডা. আলাউদ্দিন এমন অভিযোগ খামারিদের। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন ফার্মেসিতে বিশেষ সুবিধা নিয়ে গোপনে ওই ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন।

প্রতিষেধক হিসেবে সরকারিভাবে প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে (এলএসডি) ভ্যাকসিন বরাদ্দ দিলেও, বিভিন্ন অজুহাতে লাম্পি স্কিন ডিজিজের জন্য সরকারি কোনো ভ্যাকসিন নেই বলে খামারিদের বিদায় করছেন প্রাণীসম্পদ অফিসের ওই কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলায় পৌরসভাসহ ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার খামারী ও কৃষকের ঘরে প্রায় ২ লাখ গরু-বাছুর রয়েছে। বর্তমানে সেখানে লাম্পি স্কিন রোগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়ছে।

এর মধ্যে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর, হাড়াভাঙ্গা, সাহারনগর, ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ, জুগিরঘোফা, ষোলটাকা, মিনাপাড়া, সাহারবাটি ইউনিয়নের ধর্মচাকী, ভোমরদহ, হিজলবাড়ি, ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা, যুগিন্দা, ভাটপাড়া গ্রাম এলাকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

এদিকে স্থানীয় কয়েকজন কৃষক জানিয়েছেন, লাম্পি স্কিন রোগ (এলএসডি) ছড়িয়ে পড়ায় খামারিসহ এলাকার হাজারো কৃষক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন না পেয়ে তাদের অনেকের মনে এখন ‘লাম্পি আতঙ্ক’ বিরাজ করছে। অনেক খামারী বাইরে থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা দরে ক্রয় করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন গরু খামারী জানান, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দিন সরকারি ঔষধ গোপনে বিভিন্ন ফার্মেসির কাছে দিয়ে সরকারি ভ্যাকসিন ও ঔষধ বিক্রি করে আসছেন।

এছাড়াও সরকারি বেতনভুক্ত প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা চিকিৎসাপত্রে নামমাত্র কোম্পানির ঔষধ এবং ভিটামিন পণ্য লিখে খামারিদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।

ভুক্তভোগী খামারিরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিন বাইরে ঔষধ ও ভ্যাকসিন বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে বলেন, “আমি কোনো ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয় করিনি। যদি কেউ বলে থাকে, সেটা মিথ্যা বলেছে। সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন বিনামূল্যে খামারিদের দেওয়া হচ্ছে। টাকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।”

সরকারি ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, “চলতি বছর এই প্রথম লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন সরকারিভাবে বরাদ্দ পেয়েছি। ৫ হাজার ৪০০ ডোজের মধ্যে ৪ হাজার ৪৯৬ ডোজ গরুকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে গরু খামারিদের এই ডোজ দেওয়া হয়েছে।”

সরকারি ভ্যাকসিন বরাদ্দ পাওয়ার আগে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ ৩ হাজার টাকা বা তার বেশি দামে ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকতে পারেন, যা আমার জানা নেই। গাংনী পশু হাসপাতালে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পভুক্ত খামারির সংখ্যা ৮৪০ জন, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভুক্ত খামারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারির বাইরেও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঔষধ বাইরে বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। যে সকল গরুকে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল খামারির তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যদি কোনো কর্মকর্তা ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রি করে টাকা নেয়। আর যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে বিএনপি মহাসচিবের নির্দে শ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র জয় নিশ্চিত করতে এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন বিএনপি’র মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় বিএনপি’র গুলশান কাযর্যালয়ে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী দুই নেতাকে এ নির্দেশনা দিয়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে।

বিএনপি’র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ডাকে দলীয় কার্যালয়ে আসন ভিত্তিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। উপস্থিত দু’জনের মধ্যে আমজাদ হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে একসাথে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে বলেছেন। যাতে মনোনয়ন পাওয়ার পর একসাথে যেন সকলেই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। দলীয় বিভেদ কোন্দল ভুলে গিয়ে ঐক্যদ্ধভাবে দলীয় সকল কর্মসূচী পালন করতে মহাসচিব নির্দেশনা দিয়েছেন। মহাসচিব বলেছেন, কেউ কারো বিরুদ্ধে যেন বিষেদামূলক কোন কথা না বলেন। দল যাকে মনোনয়ন দেবে সকলেই যাতে তাঁর হয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করতে পারে এবং দলীয় বিজয় নিশ্চিত করতে পারেন।